দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

53

# এসএসসি পরীক্ষার ফল

ঢাকা বোর্ডের চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফল গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে। পাসের হার ৭৮·৩৬ শতাংশ। বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। আমরা উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী ও যারা খুব ভালো ফল করেছে তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই।

আলোচ্য পরীক্ষার ফল পর্যালোচনা করলে যে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা এই যে পরীক্ষার ফলে দুটো নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। একটি হল পাসের হারে; অন্যটি প্রথম বিভাগে কৃতকার্য হবার হারে। এবারই প্রথম এসএসসি পরীক্ষায় শতকরা ৭৮·৩৬ জন ছাত্রছাত্রী কৃতকার্য হয়েছে। ঢাকা বোর্ডে এর আগে কোন এসএসসি পরীক্ষাতেই এমন বিপুল হারে ছাত্রছাত্রীরা কৃতকার্য হয়নি। তেমনি বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীর প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হবার ঘটনাও একটি রেকর্ড। কেননা, এমনটা এবারই প্রথম ঘটেছে। সচরাচর তৃতীয় বিভাগেই সবচাইতে বেশী সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পাস করে আর সবচাইতে কম পাস করে প্রথম বিভাগে। এবারে ঘটেছে ঠিক তার উল্টোটা।

পরীক্ষার এই অভিনব ফলের কারণটা তাই ভেবে দেখবার বিষয়। এর কারণ কি এই যে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায়, অন্তত এসএসসি পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে এবং/অথবা ছাত্রছাত্রীরা পূর্বাপেক্ষা আরো অনেক বেশী মনোযোগী হয়েছে এবং/অথবা ছাত্রছাত্রীরা আগের তুলনায় অনেক বেশী মেধাবী?

বস্তুত ৭৮·৩৬ ভাগ ছাত্রছাত্রীর পাস করে রেকর্ড সৃষ্টি করার এবং তৃতীয় বিভাগের পরিবর্তে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী প্রথম বিভাগে কৃতকার্য হয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করার কারণটা একেবারেই আলাদা। এটা হচ্ছে প্রশ্নব্যাংক নামক উদ্ভট ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফল। গত বছরও এই ব্যবস্থায়ই পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। এবং তাতেও আগের তুলনায় পাসের হার অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল এবং লেটার-স্টার ইত্যাদি পাওয়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। ফলে, তখন এই তথাকথিত প্রশ্নব্যাংক নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। এই ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনাও হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে এই প্রশ্নব্যাংকভিত্তিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী-দের মেধা কোনমতেই যাচাই করার সুযোগ নাই। এ ধরনের ব্যবস্থা থাকলে পাসের হার তুঙ্গে পৌঁছানোরই কথা। পাসের হার আরো বাড়লে আমরা খুশী হব নিশ্চয়ই কিন্তু তা যেন যথাযথভাবে মেধা যাচাই-এর মাধ্যমেই করা হয়—কোন উদ্ভট পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে নয়।

এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে নজিরবিহীন বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছে এবং ছাত্র-অভিভাবকদের নিদারুণ হয়রানি করা হয়েছে। ঢাকা বোর্ডের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা বলেছিলেন যে বৃহস্পতিবার পরীক্ষার ফল বেরোবে না। অথচ ঐদিনই ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা ও তাদের অভিভাবকগণ এক বিভ্রান্তিকর অবস্থায় পড়েন। প্রকৃত পরিস্থিতি জানবার জন্য তারা সংবাদপত্র অফিসে ভিড় জমান। অথচ তখন পর্যন্ত সংবাদপত্রেও ফলের বই পাঠানো হয়নি। অন্যদিকে চিরাচরিত রীতি ভঙ্গ করে বোর্ডের দেয়ালে ফল টাঙ্গানো হয়নি। এর ফলে বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকের পক্ষে পরীক্ষার ফল জানা সম্ভব হয়নি। আমরা মনে করি যে ভবিষ্যতে বোর্ডের দেয়ালে অবশ্যই পরীক্ষার ফল টাঙিয়ে দেয়া হবে। তাছাড়া ফল প্রকাশের ব্যাপারে যেহেতু সংবাদপত্রের সহযোগিতা প্রয়োজন, সেইহেতু এব্যাপারে তাদের সঙ্গে আগেভাগে যোগাযোগ করে ফলের বই পৌঁছে দেয়া উচিত। বস্তুত ইতিপূর্বে, এমন কি গত বছর পর্যন্ত তা-ই করা হত। এবারেই এসব ব্যবস্থা পাল্টে দেয়া হয়েছে। ফলে, বিশৃংখলা ঘটেছে চরম। আশা করি, ভবিষ্যতে ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে পুরনো রীতিই-অনুসরণ করবেন।